যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩২০

১/ বিবিধ

আরবী

إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها من السماء، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها

ضعيف

أخرجه أبو داود (1/258 ـ 259) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/304 ـ 305) والبيهقي (4/174) والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (ق 69/1 ـ 2 زوائده) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي، فقلت: يا رسول الله! أعطني من صدقاتهم، ففعل، وكتب لي بذلك كتابا، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! أعطني

من الصدقات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره

ومن هذا الوجه أخرجه يعقوب الفسوي في " التاريخ " (2/495) والطبراني في "المعجم الكبير " (5/302/5285) مطولا وفيه عندهما قصة

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن هذا، فقد ضعفوه كما قال الذهبي في "الضعفاء ": " مشهور جليل، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الدارقطني: " ليس بالقوي "، ووهاه أحمد

وقال الحافظ في " التقريب ": " كان ضعيفا في حفظه، وكان رجلا صالحا

وبه أعله المناوي في " شرحيه ". وأشار البغوي في " شرح السنة " (6/90) إلى

تضعيفه، وذكر السيوطي في " الجامع الكبير " (4975) أنه رواه الدارقطني وضعفه

إذا عرفت هذا يتبين لك تهو ر الشيخ نسيب الرفاعي بإقدامه على تصحيح هذا الحديث بإيراده إياه في " مختصر تفسير ابن كثير " وقد التزم في مقدمته أن لا يورد فيه إلا الصحيح أوالحسن أحيانا! بل أقول: حتى ولولم يلتزم ذلك لم يجز له أن يورده إلا ببيان ضعفه الذي ذكره ابن كثير نفسه بقوله (2/364) :" رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفيه ضعف

والحق ـ والحق أقول ـ لقد كان موقف ابن بلده الصابوني تجاه هذا الحديث خيرا من الرفاعي، فإنه لم يورده في " مختصره " وإن كنت لا أدري إذا كان ذلك منه وقوفا مع تضعيف ابن كثير ووفاءا بشرطه، أم بدافع الاختصار فقط؟ وقد مضى حديث آخر لعبد الرحمن هذا برقم (35) هو جزء من القصة المشار إليها آنفا

বাংলা

১৩২০। আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার (যাকাতের) ব্যাপারে নবী ও অন্য কারো ফয়সালায় সন্তুষ্ট হননি বরং তিনি নিজেই সে ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। তিনি সাদাকাকে (যাকাতকে) আটভাগে ভাগ করেছেন। অতএব তুমি যদি সেই ভাগগুলোর মধ্যে পড় তাহলে তোমাকে আমি তোমার হক্ব প্রদান করব।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু দাউদ (১৬৩০), ত্বহাবী "শারহু মায়ানিল আসার" গ্রন্থে (১/৩০৪-৩০৫), বাইহাকী (৪/১৭৪) ও হারেস ইবনু আবী উসামাহ্ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ৬৯/১-২) আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আনউম হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু নুয়াইম হাযরামী থেকে শুনেছেন আর তিনি যিয়াদ ইবনুল হারেস সুদাঈকে বলতে শুনেছেনঃ এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাদাকাহ থেকে কিছু প্রদান করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ...।

এ সূত্রেই ইয়াকূব ফাসাবী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (২/৪৯৫) এবং ত্বারানী "আল-মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (৫/৩০২/৫২৮৫) দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যেই উক্ত হাদীসটি রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি বর্ণনাকারী আব্দুর রহমানের কারণে দুর্বল। তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা

দিয়েছেন যেমনটি হাফিয যাহাবী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে বলেছেনঃ তিনি সম্মানিত হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাকে ইবনু মাঈন ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। আর ইমাম আহমাদ তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি হেফযের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন। তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন।

মানবী তার দুটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এ সমস্যাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাবীও হাদীসটিকে দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুয়ুতী “আলজামেউস সাগীর” গ্রন্থে (৪৯৭৫) উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটিকে ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন এবং তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ কারণেই নাসীব রিফা’ঈ কর্তৃক হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দেয়া একটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং তিনি তার “মুখতাসার ইবনু কাসীর” গ্রন্থের ভূমিকাতে যে বলেছেনঃ তিনি এ গ্রন্থে শুধুমাত্র সহীহ অথবা হাসান হাদীসই উল্লেখ করবেন, তার শর্ত বিরোধীও বটে ।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72199

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন